দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 5 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

সাত ধাপে মূল্যায়ন, নতুন ধাপ 'এ' মাইনাস, এফ গ্রেডে কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে না

গ্রেডিং পুনর্বিন্যাস হলো

মনির হায়দার

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে শনিবার। এর ফলে ২০০৩ সালের পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে সাতটি ধাপে। বিগত দু'বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়েছিল ছয়টি ধাপে। পুনর্বিন্যাসিত পদ্ধতিতে 'এ মাইনাস' নামের নতুন একটি গ্রেড চালু হলো। এ ছাড়া গ্রেডিং পদ্ধতিতে গত দু'বছর 'এফ' গ্রেডপ্রাপ্তদের কলেজে ভর্তির যে সুযোগ ছিল পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে ২০০৩ সাল থেকে তা রহিত করা হয়েছে। পুনর্বিন্যাসিত পদ্ধতিতে ৬০ থেকে ৬৯ নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের 'এ মাইনাস' হিসাবে

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
A+	৮০-১০০	৫.০০
A	৭০-৭৯	৪.০০
A-	৬০-৬৯	৩.৫০
B	৫০-৫৯	৩.০০
C	৪০-৪৯	২.০০
D	৩৩-৩৯	১.০০
F	০০-৩২	০.০০

গ্রেডিং পুনর্বিন্যাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিবেচনা করা হবে। এ ছাড়া ৮০ থেকে ১০০ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ধাপটিকে না ভেঙ্গে আগের মতোই 'এ প্লাস' হিসাবে রাখা হয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারের খবর জানাজানি হওয়ার পর থেকে দেশজুড়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল সর্বোচ্চ ধাপটি নিয়েই।

গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারসংক্রান্ত সরকারী প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, ২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় যোগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে ২ বিয়োগ করে অবশিষ্ট গ্রেড পয়েন্ট মোট গ্রেড পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে প্রাপ্ত মোট জিপিকে চতুর্থ বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়সমূহের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যেসব পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫.০০ পাবে তাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা হবে না। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে যে, পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে এফ গ্রেড না পেলে এবং তার জিপিএ ন্যূনতম ১.০ (এক) হলে তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০১ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে নানা রকম সমালোচনা চলে আসছিল। বিশেষ করে ধাপের অস্বাভাবিক দূরত্বের কারণে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ছিল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক সবার মধ্যেই। তাঁদের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে পদ্ধতি সংস্কারের। মূলত সে কারণেই বর্তমান সরকার পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করে। বছরখানেক ধরেই চলছিল এ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা, আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি। এসবের প্রেক্ষিতেই শেষ পর্যন্ত ৭টি ধাপে পরীক্ষার ফলাফল পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করা হলো। অবশ্য মাত্র গত সপ্তাহেও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা সর্বমোট ৮টি ধাপে পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সংশোধনের মাধ্যমে ৭টি ধাপই চূড়ান্ত করা হয়। পুনর্বিন্যাসিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৮০ থেকে ১০০ নম্বরপ্রাপ্তদের গ্রেড 'এ প্লাস' এবং গ্রেড পয়েন্ট (জিপি) ৫, ৭০ থেকে ৭৯ নম্বরপ্রাপ্তদের গ্রেড 'এ' এবং জিপি ৪, ৬০ থেকে ৬৯ নম্বরপ্রাপ্তদের গ্রেড 'এ মাইনাস' এবং জিপি ৩.৫০, ৫০ থেকে ৫৯ নম্বরপ্রাপ্তদের গ্রেড 'বি' এবং জিপি ৩, ৪০ থেকে ৪৯ নম্বরপ্রাপ্তদের গ্রেড 'সি' এবং জিপি ২ ও ৩৩ থেকে ৩৯ নম্বরপ্রাপ্তদের গ্রেড 'ডি' এবং জিপি ১ হিসাবে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া শূন্য থেকে ৩২ নম্বরপ্রাপ্তদের গ্রেড 'এফ' এবং তাদের জিপি 'শূন্য' ধরা হয়েছে।

পুনর্বিন্যাসিত পদ্ধতি ও যথারীতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের কোন বিভাগ থাকবে না। শুধু প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সকল বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের (জিপি) ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর জিপিএ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) উল্লেখ থাকবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক প্রদান এবং মেধা

...অস্বাধ্য [illegible] গোল্ডামিলের মনে হয়। অতঃপর তিনি বিমানবন্দরে স্ত্রী-সন্তানদের রেখে তাঁর ঢাকার বাসায় আসেন। গত নবেম্বরে দেশে আসার কারণে ঢাকার বাসায় তাঁর কিছু ডলার রাখা ছিল। সেই ডলারগুলো নিয়ে অতঃপর তিনি আবার বিমানবন্দরে ছুটে আসেন। তিনটি পাসপোর্ট বাবদ দেড় শ' ডলার বুঝিয়ে দিয়ে তারপর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন বিমানবন্দরের বাইরে।

তাঁর ছেলে দুটির অবস্থা তখন বেশ নাজুক। তারা জ্বরে কাঁপছিল। শ্বশুরের দেশে আসা নিয়ে বিরক্তির ভোগান্তিতে গম্ভীর তাঁর জাপানী স্ত্রীর মুখ। বিমানবন্দরের সংগ্রাম শেষে বাসায় ফিরে শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ভদ্রলোক ফোন করেন জনকণ্ঠ অফিসে। জানতে চান জাপানী পাসপোর্টধারীদের এলপি ফী বাবদ সত্যি সত্যি ৫০ ডলার করে ধার্য হয়েছে কিনা। ভদ্রলোক বলেন, গত নবেম্বরে দেশে আসার সময়েও এমন কিছু চাওয়া হয়নি। ইন্টারনেটে প্রতিদিন দেশের পত্রপত্রিকা পড়ি। কিন্তু তেমন কোন সিদ্ধান্তের খবর কখনও পত্রিকাগুলোর ইন্টারনেট সংস্করণে পড়েছি বলেও মনে হয় না। ওই জিজ্ঞাসার সুযোগে ভদ্রলোক জানালেন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে দেশে ছুটি কাটাতে এসে ভোগান্তির বৃত্তান্ত। পাশাপাশি তাঁর কথা সরকার নতুন নিয়ম চালু করে থাকলে তা যে কেউ দিতে বাধ্য। কিন্তু এ সম্পর্কিত সার্কুলারটি তো অন্তত বিমানবন্দরের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে থাকতে হবে। ভোগান্তির শিকার ভদ্রলোক শনিবার পুরো বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু ওই কর্মকর্তা এ ব্যাপারে তাঁকে ফোন করাতে রেগেমেগে বলেন, এয়ারপোর্টের লোকগুলো খারাপ ব্যবহার করে থাকলে ঠিকই করেছে। আপনারা তো বিদেশে নানা কায়দায় টাকা কামান। আবার সরকারকে ঠকিয়ে ডলার মেরে খাবার ধান্ধায় দেশে আসেন। ওই জবাব পেয়ে ভদ্রলোক আরও তাজ্জব বনে যান। বিস্ময় বিস্ফোরিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, দেশে সব ধরনের সার্ভিসের মান বুঝি এভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে! হায়!